দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ : 15 MAR 2016 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ .....

শিক্ষক সমিতির দাবি

এমপিওভুক্ত বেসরকারী শিক্ষকদের এ মাসেই নতুন স্কেলে বেতন দিতে হবে

শিক্ষকদের জন্য অপমানকর 'অনুদান সহায়তা' শব্দটির পরিবর্তন করা হয়নি।

সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম কর্মসূচী ঘোষণা দিয়ে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১৫ সালের ২০ ডিসেম্বর জারি করা প্রজ্ঞাপন দ্রুত সংশোধন করে অষ্টম বেতন স্কেল বাস্তবায়ন না করলে আগামী ৩০ মার্চ, সকাল ১১টায় সারাদেশে জেলাসদরে এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শিক্ষক কর্মচারীদের মানববন্ধনসহ বিক্ষোভ সমাবেশ করা হবে।

সহ-সভাপতি রঞ্জিত কুমার সাহা বলেন, ৩০ মার্চের মধ্যেও যদি এ বিষয়ে পদক্ষেপ না নেয়া হয়, তাহলে ৯ এপ্রিল থেকে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাঁরা তালাবদ্ধ করতে বাধ্য হবেন। এটা যেন করতে না হয়, সে জন্য সরকারকে এর আগেই পদক্ষেপ নিতে হবে।

এমপিও'র দাবিতে সমাবেশের ঘোষণা ॥ বেসরকারী কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্সে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জনবল কাঠামোয় অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুত এমপিওভুক্তির দাবিতে সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২০ মার্চ সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাংলাদেশ বেসরকারী কলেজ অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষক পরিষদের ব্যানারে কর্মসূচী পালিত হবে।

সোমবার শিক্ষক পরিষদের পক্ষ থেকে কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষক নেতা আলাউদ্দিন সোহাগ জানান, বেসরকারী কলেজ অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্য দীর্ঘদিন ধরে জোরদার দাবি জানিয়ে আসছেন তারা। এমপিওভুক্ত বেসরকারী কলেজে অন্য শিক্ষকদের মতো নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েও জনবল কাঠামো না থাকাতে বিগত ২৩ বছর ধরে অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকরা এমপিওভুক্ত হতে পারছে না। কলেজ থেকে দেয়া সামান্য বেতনের কারণে শিক্ষকরা মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ৪৯৪টি বেসরকারী অনার্স মাস্টার্স কলেজে প্রায় আড়াই লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত এবং এদের পাঠদানে নিয়োজিত প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শিক্ষক বেতন বৈষম্যের কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে আসছেন। শিক্ষক নেতারা আরও বলেন, বেসরকারী কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের থেকে ভর্তি ফি বাবদ বার্ষিক ৫-১৫ হাজার টাকা ও মাসিক বেতন ৫০০ থেকে দেড় হাজার পর্যন্ত আদায় করছে। একই প্রতিষ্ঠানে যদি উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রী পর্যায়ের শিক্ষকরা এমপিওভুক্ত হতে পারে, মাদ্রাসা পর্যায়ের শিক্ষকরাও যদি এমপিওভুক্ত হতে পারে, তাহলে কেন অনার্স-মাস্টার্স শিক্ষকরা এমপিওভুক্ত হতে পারবে না?

এদিকে এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলনরত আইসিটি শিক্ষকরা রাজধানীর শিক্ষাভবন ঘেরাওয়ের চেষ্টা করেছেন। এরপর পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আইসিটি শিক্ষক সমিতির সভাপতি আশিকুজ্জামানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে এসএম শামিমুর রহমান, আবদুল আজিজ সরকার, গুলশান আরা, জুলেখা বেগম উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা ভবনের মহাপরিচারক তাদের দাবির কথা শুনেছেন এবং তিনি আইসিটি শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির বিষয়ে তার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তাদের।